জলবায়ু অভিযোজন নারী ও প্রজনন স্বাস্থ্য. . .

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বোচ্চ জলবায়ু-বিপন্ন দেশগুলোর একটি হিসেবে পরিচিত। ভৌগলিক অবস্থান, বর্ধিত জনসংখ্যা ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের কারণে এমনিতেই দেশটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন এ সমস্যাগুলোকে আরো জটিল করে তুলেছে। বিগত বছরগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষত বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙন, লবণাক্ততা এবং অতিরিক্ত গরম ও শীতের প্রবণতা ব"দ্ধি পেয়েছে ব্যাপক হারে। এসব দুর্যোগের কারণে প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক মানুষের জীবন-জীবিকা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে এবং অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘের প্রতিবেদন এবং জার্মানওয়াচ, যুক্তরাজ্যের ম্যাপলক্রফট এবং অধ্যাপক ক্যারোলিন সুলিভানের বিপদাপন্নতা-সূচক অনুসারে, জলবায়ু পরিবর্তনের সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশ সবচেয়ে বিপদাপন্ন।

বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বর্ষা মৌসুমে অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে যা বন্যার ভয়াবহতা বাড়িয়ে দিবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও বন্যা দুই কারণেই নদীর স্রোত ও ঢেউ বেড়ে গিয়ে নদীভাঙন বেড়ে যাবে। একইভাবে, বর্ষামৌসুম ছাড়া অন্যান্য সময় বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে ক্রমবর্ধমান এলাকায় চরম খরা দেখা দিবে। বর্ধিত উজানের পানির সাথে বয়ে আসা পলির কারণে পানিপ্রবাহ বন্ধ হয়ে বিপুল এলাকায় জলাবদ্ধতা সম্প্রসারিত হবে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের হার বাড়বে যা উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত করবে এবং নতুন নতুন এলাকা নোনাক্রান্ত হয়ে যাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের সাথে সাথে জোয়ারের উচ্চতা বেড়ে উজানের দিকে একশ কিলোমিটার পর্যন্ত লবণাক্ততায় আক্রান্ত হতে পারে। আবহাওয়ার অনিয়মিত পরিবর্তনের কারণে পাহাড়ি ঢল, ভূমিধ্বস ও আগাম বন্যার হার ও ভয়াবহতা দুইই বাড়বে। খরার কারণে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধি সুপেয় পানির সঙ্কট বাড়িয়ে দিবে কয়েক গুণ।

উল্লেখিত দুর্যোগ পরিস্থিতির কারণে বিশেষ করে দেশের সাড়ে পাঁচ কোটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা হুমকির মুখে পড়বে। খাদ্য উৎপাদন ২৫ থেকে ৩২ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। বর্ধিত জনসংখ্যার কারণে খাদ্য চাহিদা বাড়লে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিবে। ফসল ও বসতি বিনষ্ট এবং কোনো কাজের সুযোগ না থাকায় জলবায়ু-দুর্গত এলাকার দুই কোটিরও বেশি মানুষ বাধ্যতামূলক অভিবাসীতে পরিণত হবে। খাদ্য ও পুষ্টির অভাব, পানীয় জলের সঙ্কট ও কর্মসংস্থানের অভাবের সঙ্গে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া মিলে জীবাণু ও পতঙ্গবাহী রোগব্যাধি বৃদ্ধি পাবে এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নয়নের বরাদ্দ দুর্যোগ মোকাবেলা ও পুনর্বাসনে অতিরিক্ত ব্যয়ের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও বিপন্নতা বেড়ে যাবে।

নারীর ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই ঝুঁকিপূর্ণ হবার কারণে নারী ও শিশুরা জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে নির্মম শিকারে পরিণত হচ্ছে। ২০০৭ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তসরকারি প্যানেল (আইপিসিসি)র চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, 'সম্পদ ও সুযোগের অভাবের কারণে লিঙ্গ, বয়স, শ্রেণীভেদে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ভিন্ন হবে'। বাংলাদেশের মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৮৭ শতাংশই নারী এবং তারা পরিবারের সদস্যদের খাদ্য, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, প্রাণিসম্পদ, বৃক্ষসম্পদ ও ফসল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এসব খাত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় নারীদের ওপর পানীয় জল সংগ্রহ ও গৃহস্থালি কাজের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের হার কমছে।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা কর্মসূচি (ইউএনএফপিএ)'র প্রতিবেদন অনুসারে, গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী নারী এবং কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ভয়াবহ প্রভাব ফেলবে। দুর্যোগের সময় পুরুষের তুলনায় নারীর মৃত্যুঝুঁকি ১৪ গুণ বেশি। ১৯৯১ সালের বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ে নিহত ১ লাখ ৪০ হাজার মানুষের মধ্যে ৭৭ শতাংশ ছিলেন নারী। ২০০৪ সালের সুনামিতে নিহতদের মধ্যে ৭০ শতাংশই নারী। ২০০৮ সালে ঘূর্ণিঝড় নার্গিসের পর মিয়ানমারের ৮৭ শতাংশ নারী তাদের কাজ হারান। ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় আইলায় আক্রান্তদের (নিহত ও আহত) ৭৩ শতাংশই ছিলেন নারী।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের [ভূউপরিস্থিত ও ভূগর্ভস্থ] পানিতে দ্রুতহারে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে ধীরে ধীরে পানীয় জলে লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশুর নদী অববাহিকায় সিইজিআইএসের গবেষণা প্রতিবেদন অনুসারে, এ অঞ্চলের মানুষ ভূগর্ভস্থ পানি ও অন্যান্য খাবার থেকে দৈনিক ১৬ গ্রামের বেশি লবণ গ্রহণ করছে, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত মাত্রার তুলনায় অনেক বেশি। ২০০৯-১০ সালে খুলনার দাকোপ উপজেলার ১৩-৪৫ বছর বয়সী ৩৪৫ জন গর্ভবতী নারী নিয়ে এক গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত নোনাপানি গ্রহণের ফলে নারীদের উচ্চ রক্তচাপ, জরায়ুর প্রদাহ, গর্ভকালীন খিচুনি, গর্ভপাত, এমনকি অপরিণত শিশুও জন্ম নিতে পারে।

বাংলাদেশে নারী ও কিশোরীরাই সাধারণত পরিবারের পানীয় জল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। স্বাদুপানির সঙ্কট বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর থেকে, কখনও কখনও সাত থেকে কিলোমিটার দূর থেকেও পানি সংগ্রহ করতে হয়। শুধু পানি সংগ্রহের জন্য পরিশ্রমের কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নারীদের মৃত শিশু জন্মদানের হার দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। এছাড়া পানি সংগ্রহের জন্য চিংড়িঘেরের [যা লবণাক্ততা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান মানবসৃষ্ট কারণ] বেড়িবাঁধের উপর দিয়ে দীর্ঘ নির্জন পথ পাড়ি দেয়ার সময় নারী ও কিশোরীরা প্রায়শই যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও বর্ষাকালে তুমুল বৃষ্টির ফলে বন্যা এবং অন্যান্য মৌসুমে বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় খরাপ্রবণ এলাকা বাড়ছে। বন্যা ও খরা উভয় পরিস্থিতিতে নারীরা পানীয় জল সংগ্রহ করতে গিয়ে একই ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়েন।

দুর্যোগের হার ও ভয়াবহতা বেড়ে যাবার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায়ও ঘাটতি দেখা দেয়। বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসে পায়খানা ও টিউবওয়েল ডুবে যাওয়ায় নারীরা চরম সঙ্কটে পড়েন। দুর্যোগের সময় কিশোরী ও নারীদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অভাব, জরুরি ত্রাণ সহায়তার আওতায় স্যানিটারি ন্যাপকিন ও মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উপকরণ সরবরাহ না করা, বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগে বখাটেদের হয়রানি ইত্যাদি কারণে নারীদের স্বাভাবিক অধিকার ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ভেঙে পড়ে। জরুরি ত্রাণ কর্মসূচির আওতায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণ বিতরণের উদ্যোগ না নেয়ায় সাধারণত দুর্যোগের পরে জন্মহার বেড়ে যায়। অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের অনিরাপদ পরিবেশ ও সীমিত জরুরি সেবার কারণে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে পড়ে। দুর্যোগের পর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একটি বড়ো অংশ (৭-১০%) নারী, কিশোরী ও শিশুদের নিরাপত্তার জন্য এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। দুর্যোগের পর স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, পরিবারের আয়ক্ষম পুরুষ সদস্য কাজের খোঁজে সাময়িকভাবে অভিবাসিত হয়। এ সময় সন্তান ও পরিবার নিয়ে নারীরা অমানবিক জীবনযাপন করেন।

প্রজনন স্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম। অধিক সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য আরও হুমকির মুখে পড়ে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনও বাড়ে, জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অপরদিকে, বাংলাদেশের মতো গরিব দেশে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে মাথাপিছু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের সুযোগও কমে যায়। তাই, নারীবান্ধব পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমও জলবায়ু অভিযোজনের একটি উপায়। বস্তুত প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়টি মানবপ্রজন্ম ও সভ্যতা টিকিয়ে রাখার সঙ্গে সংযুক্ত। একটি সুস্থ্য শিশুর জন্য মায়ের সুস্থতা অপরিহার্য্য। এ কারণে সকল অভিযোজন পরিকল্পনায় প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ভূমিকা বিষয়ক বিশ্লেষণ ও উদ্যোগ অন্তর্ভূক্ত করা জরুরি।

জলবায়ু অভিযোজনে নারীর ভূমিকা

ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশের নারীরা পরিবারের খাদ্য, শাকসব্জি, পানীয় জল, সেবাশুশ্রুষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কালের পরিক্রমায় নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে আমাদের দেশের গ্রামীণ নারীরা পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার নানা উপায় অনুসন্ধান করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে সফলতা পাননি। কিন্ত শেষ পর্যন্ত কতোগুলো কাজ দুর্যোগ মোকাবেলা করে পারিবারিক-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করেছে। এগুলোই জলবায়ু অভিযোজনমূলক কাজ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নারীদের বিপন্নতার মাত্রা বেশি হওয়া সত্ত্বেও অভিযোজনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট ও ফলপ্রসূ হিসেবে প্রমাণিত। অনেকগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণাতেই জলবায়ু অভিযোজনে নারীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতিহ্যগত ভাবে বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীরা স্থানীয় জলবায়ু-সহিষ্ণু ধান ও অন্যান্য ফসলের বীজ সংরক্ষণের ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়া ফসল তোলার পর শুকানো ও সংরক্ষণের দায়িত্বও নারীরা পালন করেন। গ্রামীণ নারীরা বাড়ির চারপাশে ফলদ ও বনজ গাছ ও শাকসব্জি লাগান, বীজ

সংরক্ষণ করেন এবং অন্যান্য পরিবারের মধ্যে বিতরণের মাধ্যমে প্রজাতি সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। এ কাজগুলো পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করেন। জলাবদ্ধ এলাকার নারীরা ভাসমান সব্জিবাগান, মাঁদায় সব্জিচাষ বা পুকুরের মধ্যে মাচায় সব্জিচাষ করে আসছেন কয়েক যুগ ধরে।

অধিকাংশ গ্রামীণ পরিবারের নারীরা গবাদিপশু ও হাঁসমুরগি পালনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। দেশি প্রজাতির এসব প্রাণিসম্পদ বিরূপ আবহাওয়া সহ্য করে টিকে থাকতে পারে এবং পরিবারের আমিষ সরবরাহ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রথাগতভাবে পুরুষরাই ফসলের মাঠে কাজ করেন, তবে পরিবারের নারী সদস্যরা পুরুষদের এ জাতীয় কাজে সহায়তা করে থাকেন। এসকল কারণেই পারিবারিক বা সামাজিক স্বাদুপানির পুকুর সংরক্ষণের দায়িত্ব নারীর ওপর বর্তায়। এসব পুকুর শুষ্ক মৌসুমে গৃহস্থালি কাজে প্রয়োজনীয় পানির একমাত্র উৎস। লবণাক্ততা ও খরাপ্রবণ এলাকায় নারীরা বৃষ্টির পানি ধরে রাখার নিজস্ব কৌশল ব্যবহার করেন। পানীয় জলের ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার সিংহভাগ দায়িত্বই নারীদের পালন করতে হয়। গোবর দিয়ে তৈরি ঘুটে ও গাছপালার শুকনো ডালপালা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার মধ্যদিয়ে নারীরা জ্বালানি খাতে পরিবারের ঝুঁকি কমিয়ে থাকেন।

জলবায়ু অভিযোজনমূলক কার্যক্রমের মধ্যে দুর্যোগ প্রস্তুতি অন্যতম এবং এক্ষেত্রে পারিবারিক সুরক্ষা ও আপদকালীন ব্যবস্থাপক হিসেবে নারীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার আগে বাড়িঘর মেরামত, বহনযোগ্য চুলা তৈরি, শুকনো খাবার প্রস্তুত রাখা, নিরাপদ পানি সংগ্রহ করে রাখা, পরিবারের শিশুদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া এবং গৃহপালিত পশুপাখির নিরাপত্তা বিধান করা অন্যতম। কিন্তু দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়ই ঝুঁকিপূর্ণ নারীদের অংশগ্রহণ খুবই সামান্য।

জেন্ডার-সাম্য ও জলবায়ু দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের উদ্যোগ

টেকসই উন্নয়নের ধারণার সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্বিক ও রাষ্ট্রীয় সকল নীতিমালায় নারী-পুরুষ সমতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)'র ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম লক্ষ্যমাত্রায় সরাসরি নারীর অধিকার ও ন্যায্যতার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। ৩য় লক্ষ্য 'জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন' ৪র্থ লক্ষ্য 'শিশুমৃত্যুর হার কমানো' এবং ৫ম লক্ষ্য 'মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন'-এর অঙ্গীকার করা হয়েছে। এসব লক্ষ্যমাত্রার আওতায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সূচক হলো : ক. নবজাতক শিশুমৃত্যুর হার কমানো খ. মাতৃমৃত্যুর হার কমানো ও গ. গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। অভিযোজন কর্মসূচিতে জেন্ডার-সাম্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য অন্তর্ভূক্ত করার মধ্যদিয়ে এমডিজি'র উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জন করা সম্ভব। জাতিসংঘ ধরিত্রী সম্মেলন, টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন ও নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদেও নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ এ সবকটি আন্তর্জাতিক চুক্তি বাস্তবায়ন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে মূলনীতি অংশের ১০ম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'জাতীয় জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে'। তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার অংশের ২৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়ে নারীরা পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করিবে'। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন নীতিমালায় (২০০৮) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াসহ রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। সকল আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উদ্যোগে টেকসই উন্নয়ন ও জেন্ডার সাম্যকে মূখ্য বিবেচনায় রাখা হলেও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত নীতি ও প্রকল্পে এর কোনো প্রতিফলন নেই।

আশার কথা, বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) প্রণয়ন করে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় এ ধরনের জাতীয় কৌশলপত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রথম সারির একটি দেশ। বিসিসিএসএপি'র ২৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, পানিসঙ্কটের কারণে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রবলভাবে বাড়বে। এ দলিলে স্বীকার করা হয়েছে যে, পুরুষের তুলনায় নারীর ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অধিকতর বিরূপ হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিগুলো মোকাবেলায় কৌশলপত্রে ৬টি স্তম্ভের অধীনে ৪৪টি কর্মসূচি ও ১৪৩টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলো কর্মসূচিতে সরাসরি জেন্ডার ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নিরসনের কথা বলা হয়েছে। কোনো কোনো কর্মসূচিতে সরাসরি বিষয়টি উল্লেখ না থাকলেও নারী ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিবেচনায় নেয়ার ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রজনন স্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম। অধিক সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য আরও হুমকির মুখে পড়ে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনও বাড়ে, জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অপরদিকে, বাংলাদেশের মতো গরিব দেশে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে মাথাপিছু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের সুযোগও কমে যায়। তাই, নারীবান্ধব পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমও জলবায়ু অভিযোজনের একটি উপায়। বস্তুত প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়টি মানবপ্রজন্ম ও সভ্যতা টিকিয়ে রাখার সঙ্গে সংযুক্ত। একটি সুস্থ্য শিশুর জন্য মায়ের সুস্থতা অপরিহার্য্য। এ কারণে সকল অভিযোজন পরিকল্পনায় প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ভূমিকা বিষয়ক বিশ্লেষণ ও উদ্যোগ অন্তর্ভূক্ত করা জরুরি।

পরিকল্পনার প্রথম স্তম্ভ (টি-১) 'খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য'-এর আওতায় ৬ষ্ঠ কর্মসূচিতে (পি-৬) 'স্বাস্থ্যখাতে অভিযোজন'-এর জন্য 'প্রজনন স্বাস্থ্যসহ জলবায়ুজনিত রোগব্যাধি প্রতিরোধ' করার কথা বলা হয়েছে। একই স্তম্ভের ৭ম কর্মসূচিতে (পি-৭) জলবায়ু-বিপদাপন্ন এলাকাগুলোতে পানি ও স্যানিটেশন কর্মসূচি গ্রহণের, ৮ম কর্মসূচিতে (পি-৮) নারী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার এবং ৯ম কর্মসূচিতে (পি-৯) 'নারীসহ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সমতাভিত্তিক টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা'র পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার ৬ষ্ঠ স্তম্ভ (টি-৬) 'সক্ষমতা ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বৃদ্ধি'র আওতায় ৪র্থ কর্মসূচিতে (পি-৪) জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বিবেচনা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সমন্বিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির দুটি কার্যক্রমে (এ-১ ও ২) সকল জলবায়ুবিষয়ক কার্যক্রমে জেন্ডার বিবেচনায় নেয়ার জন্য শর্তাবলী নির্ধারণ এবং সকল মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার ফোকাল পয়েন্টদের দক্ষতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্রের কর্মসূচি ও কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে প্রাপ্ত তহবিল দিয়ে গঠিত 'বাংলাদেশ জলবায়ু সহিষ্ণুতা তহবিল (বিসিসিআরএফ)-এর ১২৫ মিলিয়ন ডলার (৮৭৫ কোটি টাকা) ছাড়াও সরকারের রাজস্ব আয় থেকে জাতীয় বাজেটে এ পর্যন্ত ৩০০ মিলিয়ন ডলার (২,১০০ কোটি টাকা) দিয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) গঠন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় এ উদ্যোগগুলোর কারণে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়েছে।

মার্চ ২০১২ পর্যন্ত জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরকে বিসিসিটিএফ থেকে ৮৩টি প্রকল্পে ৬৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে বেড়িবাঁধ ও অন্যান্য বাঁধ নির্মাণ খাতে ৪০.৮% (২৯ প্রকল্প), পরিবেশ সুরক্ষা খাতে ২৫.১% (২০ প্রকল্প), নদী শাসন খাতে ১২.৪% (৮ প্রকল্প) গবেষণা খাতে ১২.২% (১৩ প্রকল্প), সচেতনায়ন খাতে ৩.৯% (৬ প্রকল্প) পানি ও স্যানিটেশন খাতে ২.৩% টাকা (২ প্রকল্প) প্রদান করা হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন ৮৩টি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র একটি প্রকল্প সরাসরি নারী ও শিশুদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। 'পরিবেশগত নাজুক এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ নারী ও শিশুদের জন্য পানি সরবরাহ ও সামাজিক সুরক্ষা' নামক এই প্রকল্পটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শুধুমাত্র ভোলা জেলায় বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পে নারী ও শিশুদের অন্তর্ভূক্ত করা হলেও প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি। কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ না করে প্রকল্পের কার্যক্রম বিশ্লেষণ, বাস্তবায়ন পদ্ধতি পরিমার্জন ও লক্ষিত জনগোষ্ঠী নির্ধারণের মাধ্যমেই জেন্ডার সাম্য ও প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব।

জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমে নারীর অন্তর্ভূক্তি

ইতোমধ্যে কিছু বেসরকারি ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংস্থা দুর্যোগের সময় অন্যান্য ত্রাণ সহায়তার সঙ্গে স্যানিটারি ন্যাপকিন ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণও বিতরণ করছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন জেন্ডার-সাম্য বিবেচনায় নিয়ে অভিযোজন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ধরনের অগ্রসর চর্চাগুলো সরকারি কাঠামোয় অন্তর্ভূক্ত করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মান অর্জন সম্ভব। অভিযোজন কর্মসূচিতে জেন্ডার ও প্রজনন স্বাস্থ্য অন্তর্ভূক্ত করলে গ্রামীণ নারীদের শ্রমশক্তি বাড়বে এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতির মাত্রা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমবে। সর্বোপরি জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের প্রত্যক্ষ সমর্থনের মধ্যদিয়ে গঠিত রাজনৈতিক নেতৃত্বই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর, উন্নয়ন সংগঠন ও ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বিসিসিএসএপি'র আওতাধীন কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (এমওইএফ) দায়িত্বপ্রাপ্ত। অপরদিকে নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষা ও কল্যাণ সাধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হলো, 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমওডাব্লিউসিএ)। তাই এ দুটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্যবৃন্দ এ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন তদারকি করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন জলবায়ু পরিবর্তন সেল এবং জলবায়ু অভিযোজন কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই জলবায়ু অভিযোজনমূলক পরিকল্পনায় জেন্ডার-সাম্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

1. Oxfam (2010). Owning Adaptation: Case study -Bangladesh retrieved from www.oxfam.org/en/policy/owning-adaptation on 28 March 2012

2.Chakrabarty, T.C. (2011) Endorse Disaster Management Act: Protect Live and Livelihoods of People (brief paper). Campaign for Sustainable Rural Livelihoods (CSRL) and Emergency Capacity Building Proejct (ECB): Dhaka

3.CCC (2009). Climate Change, Gender and Vulnerable Groups in Bangladesh. Climate Change Cell (CCC). Department of Environment (DOE), Ministry of Environment and Forest (MOEF); Component 4B, CDMP, MOFDM. Dhaka: December 2009

4. CEGIS (2006). Impacts of Sea Level Rise in the Southwest Region of Bangladesh. Center for Environmental and Geographic Information Service (CEGIS). Dhaka

5. Sultana W., Aziz M.A. and Ahmed F. (2008). Climate Change: Impact on Crop Production and its Coping Strategies. Agronomy Division, Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI). August 2008

6. Asaduzzaman M., Ahmed A.U., Haq E. and Chowdhury S.M.Z.I. (2005). Climate Change and Bangladesh: Livelihoods Issues for Adaptation. Bangladesh Institute for Development Studies (BIDS). Dhaka

7. IPCC (2007). "Summery for Policy Makers" in Solomon, S. et al. (eds.) Climate Change 2007: The Physical Science Basis: Contributions of Working Group-1 to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Cambridge University Press: Cambridge and New York

8. May E., Kathuria S. and Hussain Z. (2012). Bangladesh Economic Outlook and Policy in the Context of Global Environment. World Bank. Dhaka: 3 June 2012

9. UNFPA and WEDO (2009). Climate Change Connections: A Resource Kit on Climate, Population and Gender. UNFPA and Women's Environment and Development Organisation (WEDO): New York

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এবং নারীর বিপদাপন্নতা বিবেচনা করে পপুলেশন অ্যাকশন ইন্টারন্যাশনাল'র সহায়তায় পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (প্রান), হিউম্যানিটিওয়াচ ও নাগরিক সংহতি যৌথভাবে 'জলবায়ু অভিযোজন কর্মসূচিতে জেন্ডার সাম্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা'র জন্য একটি অধিপরামর্শ কর্মসূচি গ্রহণ করছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯-এর আওতায় গৃহীত অভিযোজন পরিকল্পনা ও প্রকল্পে প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেন্ডার সাম্য বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করাই এই অধিপরামর্শক কর্মসূচির লক্ষ্য।

অধিপরামর্শক কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

ক. জেন্ডার, প্রজনন স্বাস্থ্য ও জলবায়ু অভিযোজনের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে জলবায়ু-দুর্গত জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি;

খ. জলবায়ু অভিযোজনের সঙ্গে জেন্ডার ও প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়গুলো নীতি-নির্ধারক মহলে বিবেচনা করার জন্য জনমত তৈরি;

গ. জলবায়ু-সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনায় জেন্ডার ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার, স্থানীয় প্রশাসন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ মূখ্য ভূমিকা পালনকারীদের সংবেদনশীলতা ত্বরান্বিত করা;

ঘ. বিসিসিটিএফ ও বিসিসিআরএফ-এর অধীনে গৃহীত প্রকল্প পরিমার্জন অথবা নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমে জেন্ডার ও প্রজনন স্বাস্থ্য অন্তর্ভূক্ত করার জন্য নীতি নির্ধারণী নেতবৃন্দের প্রতিশ্রুতি আদায়; এবং

ঙ. জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় গ্রামীণ ঝুঁকিপূর্ণ নারীদের সাম্যভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

10. UNFPA and WEDO (2009). ibid

11. SIA (2008). "Reaching Out to Women when Disaster Stricks"; White Paper: Disaster Relief. PA Soroptimist International of the Americas (SIA): Philadelphia

12. CCC (2009). ibid

13. SIA (2008). ibid

14. Mehedi H., Nag A.K., and Farhana S. (2010). Climate Forced Migration in Southwest Coastal Region of Bangladesh: Case Study of Cyclone Aila. Humanitywatch: Khulna

15. Rahman M. and Bhattacharya A.K. (2006). "Salinity Intrusion and Its Management Aspects in Bangladesh". Journal of Environmental Hydrology. Volume 14

16. Vineis P., Chan Q. and Khan A. (2011). Climate Change Impacts on Water Salinity and Health. Journal of Epidemiology and Global Health (2011) 1, 5-10.

17. WHO (2003). Guidelines for Drinking Water Quality. Third Edition Incorporating the First and Second Addenda. Vol.-1. Recommendations. World Health Organisation (WHO): Geneva

18. Khan E.A., Ireson A., Kovats S., Mojumder S.K., Khusru A., Rahman, A., and Vineis P. (2011). Drinking Water Salinity and Maternal Health in Coastal Bangladesh: Implications of Climate Change. Childeren's Health: Environmental Health Perspectives. Vollume 119, Number 9. September 2011

19. Khan E.A., Ireson A., Kovats S., Mojumder S.K., Khusru A., Rahman, A., and Vineis P. (2011). Drinking Water Salinity and Maternal Health in Coastal Bangladesh: Implications of Climate Change. Childeren's Health: Environmental Health Perspectives. Vollume 119, Number 9. September 2011

20. CCC (2009). ibid

21. Uttaran (2004). 'Shupeo Panir Sondhane' (In search of Fresh Water). Uttaran. Khulna

প্রধান দাবিসমূহ

জলবায়ু অভিযোজন কর্মসূচিতে জেন্ডার সাম্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয় অন্তর্ভূক্ত করণ' অধিপরামর্শক কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু-দুর্গত নারী, জনপ্রতিনিধি, পরিসেবক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন গবেষণা ও নীতি- কৌশলপত্র বিশ্লেষণ করে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এবং নারীর বিপদাপন্নতা- বিশেষত: জেন্ডার সাম্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে আমাদের দাবি হচ্ছে:

- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি)'র জলবায়ু ঝুঁকি ও সম্ভাবনা অংশের নারীর প্রতি সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি এবং কর্মসূচি অংশে জেন্ডার-সাম্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য অন্তর্ভূক্ত করে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
- বিসিসিএসএপি'র অধীনে গৃহীত সকল প্রকল্পের জেন্ডার সাম্য পরিবীক্ষণের জন্য একটি সূচক তৈরি ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে;
- বিসিসিএসএপি'র অধীনে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা তহবিল (বিসিসিআরএফ)সহ সকল জলবায়ু অভিযোজনমূলক কর্মসূচিতে নারী-পুরুষ সম্পর্কের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও প্রকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ উল্লেখ করার বিধান থাকতে হবে;
- নারীর ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিশেষ প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিসিসিটিএফ ও বিসিসিআরএফ-এর আওতায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;
- দুর্গত-নারী, নারীপ্রধান পরিবার, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত নারীদের জলবায়ু অভিযোজনমূলক প্রকল্পের অধীনে নির্মিত অবকাঠামোর মালিকানা বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিতে হবে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ, নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ, সংবাদকর্মী, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সরকারি কর্মকর্তা ও জাতীয় সংসদে নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের সদিচ্ছার মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের নারীরা জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্রে উল্লেখিত জেন্ডার ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার অর্জন করতে পারবেন।

অধিপরামর্শ কর্মসূচির অংশীদার সংগঠন

PRAN

হিউম্যানিটিওয়াচ humanitywatch

নাগরিক সংহতি Citizens Solidarity

Population Action INTERNATIONAL

পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক-প্রান
বাড়ি ১১, সড়ক ৩৩/এ, মাইজদী হাউজিং এস্টেট, নোয়াখালী ৩৮০০। ফোন : +৮৮ ০৩২ ১৬১ ৯২০
সেল : +৮৮ ০১৭ ২৭২৩ ১৭২২, ই-মেইল : info@pran-bd.org, ওয়েবসাইট : www.pran-bd.org

22. Mehedi H., Nag A.K., and Farhana S. (2010). ibid

23. Mutunga C. and Hardee K. (2009). Population and Reproductive Health in National Adaptation Programmes of Action (NAPAs) for Climate Change. Population Action International: July 2009

24. UNFPA and WEDO (2009). ibid

25. MOEF (undated). Climate Change and Gender in Bangladesh: Information Brief. Ministry of Environment and Forest, IUCN, Embassy of Denmark and UKAID: Dhaka

26. Dixit A. (2011). Adapting to Climate Change In Bangladesh. World Resource Institute. Retrieved from http://www.wri.org/stories/2011/04/adapting-climate-change-bangladesh on April 9, 2012

27. Alam K., Fatema N. and Ahmed W.B. (2008). Gender, Climate Change and Human Security in Bangladesh. Actionaid: Dhaka

28. IADB (1999). "Hurricane Mitch: Women's Need and Contributions". Inter-American Development Bank (IADB): Washington DC

২৯. সুপ্র (২০০৯). সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং বাংলাদেশ. সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র). ঢাকা: ডিসেম্বর ২০০৯

৩০. আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় (১৯৯৬). গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান. ঢাকা

৩১. আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় (১৯৯৬). পূর্বোক্ত

৩২. UNFPA and WEDO (2009). ibid

33. MOEF (2009). Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009. Ministry of Environment and Forest. Dhaka: September 2009

34. MOEF (2009). ibid